দৈনিক জনকণ্ঠ 32

তারিখ ... 13 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫ ...

প্রসঙ্গ ঃ এসএসসি '৯৬

আমরা ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী। এ বছর আমাদের জন্য যে বিমাতাসুলভ ব্যবস্থাসমূহ নেয়া হয়েছে তা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। যেমন প্রথমত—এ বছর থেকে প্রশ্নব্যাংক বাদ। দ্বিতীয়ত—পাস করতে হবে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় অংশে। তৃতীয়ত বলা হয়েছে—প্রশ্ন হবে বইয়ের ভিতর থেকে অর্থাৎ অনুশীলনীর প্রশ্ন পড়লে চলবে না। চতুর্থত—'৯১-৯৫ সালের কোন প্রশ্ন হুবহু আসবে না, আসলে ভাষা বদলিয়ে। পঞ্চমত—গণিতের Figure পাল্টে দেয়া হবে। ষষ্ঠত—গত বছরের প্রশ্ন ২০% আসতে পারে, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাছাড়া এসব ব্যবস্থা বছরের শুরুতে জানালে আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারতাম। কিন্তু এসব নিয়ম আমাদের জানানো হয়েছে বছরের শেষে। আরও একটি বিষয় হচ্ছে, এবার নাকি দেশের ৫টি বোর্ডে একই প্রশ্ন হবে। এর চেয়ে অমানবিক আর কিছুই হতে পারে না। কারণ একেক বোর্ডের জন্য একেক প্রশ্ন সম্ভাব্য প্রশ্নরূপে উপস্থাপিত। অর্থাৎ কুমিল্লা বোর্ডে '৯৫-এ যে প্রশ্ন এসেছে তা '৯৬-এর জন্য Important নয়। কিন্তু ঢাকা বোর্ডে হয়ত '৯৬-এ তা Important কারণ '৯৫তে ঢাকা বোর্ডে সে প্রশ্ন আসেনি। তাই সব বোর্ডের এক রকম প্রশ্ন হলে যে কি সমস্যা হবে আশা করি সবাই বুঝবেন। গণিত অংশের Figure পাল্টানোর ব্যাপারে তাঁদের অভিমত হচ্ছে, যাতে ছাত্ররা নকলের সময় নোট বই খুলে সরাসরি সে অঙ্ক না পায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ একথা হয়ত ভাবেনি যে, নোট বই বা খাতাতে হুবহু প্রশ্ন না থাকলেও অঙ্কের নিয়ম আছে। যথানিয়মে অঙ্কে প্রশ্নের Figure বসিয়ে দিলেই যে অঙ্ক হবে তা যে কোন ছাত্র বুঝবে। কিন্তু একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি না যে, এত সব আয়োজন '৯৬-তে কেন?

যে কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন তার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া আমরা ছাত্ররাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। কাজেই আমাদের ছাত্রজীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলাটা ঠিক নয়।

কাজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুরোধ, আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে নতুন নিয়মগুলো '৯৭-এর এসএসসি পরীক্ষা থেকে চালু করা হোক।

শাহরুখ খান
এসএসসি পরীক্ষার্থী
কুমিল্লা।